COVID-19 পরিস্থিতিতে
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

সারাংশ :

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের দুস্থ, অসহায় রোগী, পথশিশু, প্রতিবন্ধী মানুষ এবং কর্মহীন শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু এমপি'র নির্দেশনায় জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের আর্থিক সহায়তায়প্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ:

ক. জরুরি **সহায়তা কার্যক্রম:**
মাস্ক, হ্যান্ড গ্লভস্, স্যানিটাইজার, জরুরী খাদ্য সহায়তা (৫ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি পেঁয়াজ, আধালিটার সয়াবিন তেল), সাবান এবং আর্থিক অনুদান বিতরণ কর্মসূচি।

খ. **সচেতনতা কার্যক্রম:**
সমাজসেবা অধিদফতর এবং এর আওতাধীন সকল পর্যায়ের দপ্তর থেকে সেবাগ্রহীতা ও সেবাপ্রত্যাশীদের করোনা সংক্রমণ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ ও ক্যাম্পেইন কার্যক্রম।

গ. **আশ্রয়হীন মানুষের আবাসন সহায়তা কার্যক্রম:**
রাস্তায় রাত কাটানো বাস্তুহীন মানুষদের করোনা ঝুঁকিহ্রাস ও আবাসন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সহায়তায় রাস্তায় বসবাসরত গৃহহীনদের সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে স্থানান্তর করা হচ্ছে।

ঘ. **প্রাতিষ্ঠানিক নিবাসীদের সুরক্ষা সহায়তা কার্যক্রম:**
সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২১৩ টি প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি আবাসিক প্রতিষ্ঠানে এক বা একাধিক পৃথক কোয়ারেণ্টাইন কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে এবং নিবাসীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা খন্ডকালীন চিকিৎসকের সহায়তায় দৈনন্দিন ভিত্তিতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

ঙ. **হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধমে দুস্থ রোগীদের সহায়তা :**
সমাজসেবা অধিদফতরাধীন হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের ৫২৩ টি ইউনিট (মহানগরী ও জেলা পর্যায় ১০৪টি এবং উপজেলা পর্যায় ৪১৯) এর মাধ্যমে অসহায় দুস্থ রোগীর চাহিদানুসারে ঔষুধ, রক্ত, পথ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরিক্ষার খরচ, চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাতায়াত ভাড়া, লাশ পরিবহন, মৃত ব্যক্তির সৎকারে সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা করা হচ্ছে।

চ. **নিবন্ধীত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সম্পৃক্তকরণ:**
সমাজসেবা অধিদফতরাধীন প্রায় ৫০ হাজার নিবন্ধীত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলিকে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের দুস্থ, অসহায় রোগী, পথশিশু, প্রতিবন্ধী মানুষ এবং কর্মহীন শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর ডেমি অফিসিয়াল পত্র প্রদান করেছেন। ততপ্রেক্ষিতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলি সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালকে সমন্বয়ে সহায়তা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে।

ছ. **উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে সমন্বয়:**
ইউনিসেফ বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সমাজকর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষায় ১০০ পিপিই গাউন, ২৫০টি ভাইরাস প্রতিরোধি চশমা, ৫০০ ভাইরাস প্রতিরোধি হ্যান্ড গ্লভস্ ও ২৫০টি ফন্টেয়ার মাস্ক সরবরাহ করেছে। ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর কারিগরী সহায়তা বৃদ্ধি ও অস্থায়ীভাবে ৩ মাসের জন্য ১০০ সমাজকর্মী নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা চলমান রয়েছে।

জরুরী সমস্যা বিবরণী :

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব সংক্রমণ রোধে সরকার কর্তৃক বাড়িতে অবস্থানের ঘোষণায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে দৈনিক আয়ের উপর নির্ভরশীল নিম্ন আয়ের মানুষেরা। এতে দেশের দুস্থ, অসহায় নিম্ন আয়ের ব্যক্তিবর্গ প্রাথমিকভাবে বেকার হয়ে পড়েছে ততপ্রেক্ষিত সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে প্রাথমিকভাবে জরুরি খাদ্য , চিকিৎসায় সামাজিক কাউন্সিলিং এবং আর্থিক, নিরাপদ আবাসন, স্বাস্থ্য সম্মত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সহায়ক সামগ্রি প্রখর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

গৃহীত কার্যক্রম বিবরণী:

নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণে সমাজসেবা অধিদফতরে ৫ টি জরুরি সভা এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহে চলমান পরিস্থিতিতে সমাজসেবা অধিদফতরের মাঠপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহের দায়িত্ব নির্ধারণক্রমে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

নভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সমাজসেবা অধিদফতরের জরুরি সভা

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুদান ও করোনা মোকাবিলায় বিভিন্ন সহায়তার আর্থিক ব্যবস্থাপনা

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে নিজস্ব বাজেট হতে খাদ্য সহায়তা ও চিকিৎসা সহায়তা পরিচালনা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অধীন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে করোনা মোকাবেলায় বিভিন্ন হাসপাতালের অবস্থিত সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত রোগী কল্যাণ সমিতি (হাসপাতাল প্রধান নির্বাহী ও হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসারের মাধ্যমে পরিচালিত), জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ, প্রাকৃতিক ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন (উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে পরিচালিত), উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ (উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে পরিচালিত) এর মধ্যে সারাদেশে ১১৯২টি ইউনিট অফিসে ২২.৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। যাতে ঢাকা জেলায় প্রায় ৩ কোটি টাকাসহ জেলাপ্রতি জনসংখ্যা ও দারিদ্রতার হার বিবেচনায় নূন্যতম গড়ে ২০ লক্ষ টাকা থেকে ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সমাজসেবা অধিদফতর থেকে বিশেষ অনুদান বাবদ ৩.০০ কোটি টাকা জেলা পর্যায়ে বিতরণের প্রক্রিয়া রয়েছে। এ অর্থের মাধ্যমে করোনা মোকাবিলায় দুস্থ, অসহায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, পথশিশুদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের কাজ চলছে।

ক. জরুরি সহায়তা কার্যক্রম:

করোনা সংক্রমণ রোধে বাড়িতে অবস্থানের ঘোষণায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে দৈনিক আয়ের উপর নির্ভরশীল নিম্ন আয়ের মানুষেরা। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের আর্থিক সহায়তায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রতিদিন ঢাকা শহরের ৫০০ পরিবারকে ৫ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি পেঁয়াজ, আধালিটার সয়াবিন তেল ও একটি সাবান প্রদান করা হচ্ছে। গত ২৮ মার্চ হতে এ কার্যক্রম চলছে। গত ৩ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সমাজসেবা অধিদফতরের উদ্যোগে ৩০৮৪ টি দুঃস্থ কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী অনুসরণক্রমে অসহায় বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং হিজড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকারক্রমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই এ কার্যক্রম জেলা ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে দেশব্যাপী সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিদের জরুরি খাদ্যসহায়তা প্রদানের চিত্র

দেশের বিভিন্ন জেলায় দুঃস্থ অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা বিতরণ চিত্র

মাঠপর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন

করোনা সংক্রমণ মোকাবেলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে সকল ছুটি বাতিলক্রমে মাঠপর্যায়ের সকল কর্মকর্তা- কর্মচারীকে কর্মস্থলে অবস্থানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে গঠিত জেলা ও উপজেলা কমিটিতে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সুবিধাভোগীদের সুরক্ষার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ

করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে জনসমাগম পরিহারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী চলমান উন্মুক্ত পদ্ধতিতে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা'র নতুন সুবিধাভোগী বাছাই কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়াও নির্দিষ্ট দিনে এসকল ভাতাভোগীদের ভাতার অর্থ ব্যাংক হতে গ্রহণের কারণে প্রচুর জনসমাগম হয় বিধায় সকল তফসিলি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে সপ্তাহে তিন বা ততোধিক দিনে ভাতার অর্থ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

খ. সচেতনতামূলক কার্যক্রম:

সমাজসেবা অধিদফতরের মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহে আগত সকল সেবাগ্রহীতা ও সেবাপ্রত্যাশীদের করোনা সংক্রমণ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে তাঁদের মাঝে প্রয়োজনীয় লিফলেট বিতরণ ও ক্যাম্পেইন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

চিত্রঃ সেবাগ্রহীতাদের সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিট অফিসে স্থাপিত পোস্টার

গ. আশ্রয়হীন মানুষের আবাসন সহায়তা কার্যক্রম:

ঢাকা শহরের রাস্তায় রাত কাটানো বাস্তুহীন মানুষদের করোনা ঝুঁকিহ্রাস ও আবাসন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে তাদের জন্য নিরাপদ হবে। সে বিবেচনায় সমাজসেবা অধিদফতর, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সহায়তায় রাস্তায় বসবাসরত গৃহহীনদের সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে স্থানান্তর করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে গত ৩ এপ্রিল ১৯ জন গৃহহীন মানুষকে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, মিরপুরে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ কার্যক্রমও অব্যাহত থাকবে।

ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক নিবাসীদের সুরক্ষা সহায়তা কার্যক্রম:

সমাজসেবা অধিদফতরের উদ্যোগে পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবার ,ছোটমণি নিবাস, শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, শান্তি নিবাসসহ ২১৩টি প্রতিষ্ঠানের যে সকল প্রতিষ্ঠানে এতিম ও দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক নিবাসীরা অবস্থান করছে এমন সকল প্রতিষ্ঠানে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত সকল নিবাসীর স্বাস্থ্যগত অবস্থা খন্ডকালীন চিকিৎসকের সহায়তায় দৈনন্দিন ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারের ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত দেশের সকল বেসরকারি এতিমখানায় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে এক বা একাধিক পৃথক কোয়ারেন্টাইন কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্রঃ সামাজিক দূরত্ব বজায় ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে চালু আছে নিবাসীদের দৈনন্দিন কাজ

ঙ. হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধমে দুস্থ রোগীদের সহায়তা :

COVID-19 সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতেও দেশের সকল হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ে দুঃস্থ রোগীদের সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। করোনা সংক্রমিত দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের ৫২৩ টি ইউনিট (মহানগরী ও জেলা পর্যায় ১০৪টি এবং উপজেলা পর্যায় ৪১৯) এর মাধ্যমে অসহায় দুস্থ রোগীর চাহিদানুসারে ঔষুধ, রক্ত, পথ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরিক্ষার খরচ, চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাতায়াত ভাড়া, লাশ পরিবহন, মৃত ব্যক্তির সৎকারে সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা সহায়তা অগ্রাধিকারক্রমে প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্রঃ ছুটিকালীন সময়েও দুঃস্থ রোগীদের সেবায় চালু আছে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম

চ. নিবন্ধীত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সম্পৃক্তকরণ:

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতর হতে নিবন্ধিত ৫০ হাজারের অধিক স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাকে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে তাঁদের সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করে ব্যাপক সচেতনতা ও সুরক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ততপ্রেক্ষিত সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলিকে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের দুস্থ, অসহায় রোগী, পথশিশু, প্রতিবন্ধী মানুষ এবং কর্মহীন শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর ডেমি অফিসিয়াল পত্র প্রদান করেছেন। ততপ্রেক্ষিতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলি সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালকে সমন্বয়ে সহায়তা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে।

ছ. উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে সমন্বয়:

করোনা মোকাবিলায় সমাজসেবা অধিদফতর শিশু সুরক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ইউনিসেফ, বাংলাদেশ এর সাথে ইতোমধ্যে একটি সভা করেছে এবং যোগাযোগ রক্ষা করছে। সমাজসেবা অধিদফতরের শিশু সুরক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে, মাঠ পর্যায়ের কর্মরত সমাজকর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিসেফ বাংলাদেশ সহায়তা প্রদান করছে। ইউনিসেফ বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সমাজকর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষায় ১০০ পিপিই গাউন, ২৫০টি ভাইরাস প্রতিরোধি চশমা, ৫০০ ভাইরাস প্রতিরোধি হ্যান্ড গ্লভস্ ও ২৫০টি ফন্টেয়ার মাস্ক সরবরাহ করেছে। যা মাঠ পর্যায়ে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ে রোগীদের সেবায় কর্মরত সমাজকর্মী, খাদ্য সহায়তা প্রদানকারী সমাজকর্মী, পরিবহন সহায়কারী, শিশুদের সুরক্ষায় নিয়োজিত সমাজকর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর কারিগরী সহায়তা বৃদ্ধি ও অস্থায়ীভাবে ৩ মাসের জন্য ১০০ সমাজকর্মী নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা চলমান রয়েছে। ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর কারিগরী ও আর্থিক সহযোগীতায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত রোহিঙ্গা শিশু সুরক্ষার চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যার মাধ্যমে চলতি এপ্রিল মাসে সুবিধাবঞ্চিত ও এতিম ৪২১০ জন রোহিঙ্গা শিশু'র প্রতিপালনকারী ৩০৪২ জন কেয়ার গিভারকে জনপ্রতি মাসিক ২০০০ টাকা হিসেবে ২ মাসের (ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০২০) ৪০০০ টাকা হিসেবে মোট ১ কোটি ২১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হবে। এ ছাড়াও বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিগণের সাথে আগামী ৫ এপ্রিল তারিখে সমাজসেবা অধিদফতরের একটি ভিডিও কনফারেন্সিং এর তারিখ নির্ধারিত হয়েছে, যাতে সামাজিক নিরাপত্তা'র আওতাভুক্ত ভাতাভোগীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা যায় কিনা এ বিষয়ে আলোচনা হবে।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

(১) দুঃস্থ কর্মহীন বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তা বিতরণ কার্যক্রম দ্রুতই দেশের ৬৪ টি জেলায় সম্প্রসারণ।

(২) খাদ্যসামগ্রী সহায়তা গ্রহণে অনেক অসহায় মানুষের ব্যক্তিসম্মান বিবেচনায় তালিকা প্রণয়ন করে ঘরে ঘরে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেয়া এবং এ কাজে স্থানীয় জনপ্রতিধিদের সাথে সমন্বয় করা।

(৩) পরিস্থিতি বিবেচনায় পথশিশু, গৃহহীন বা রাস্তায় বসবাসকারী, যারা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের অধিকহারে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনায় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে করোনা মোকাবিলায় অধিক হারে ত্রাণ সামগ্রী নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দরিদ্র মানুষের ঘরে ঘরে পৌছানোর ব্যবস্থা করা।

(৫) করোনা মোকাবিলায় বিশ্ব ব্যাংক ও ইউনিসেফ, বাংলাদেশ এর আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।